

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

মনজুর-ই-খোদা, শাহজাদা এম আকরাম

৯ মার্চ ২০১৭

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শ্রম অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত
 - কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব হ্রাসে অবদান রাখা
 - বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দ্বিতীয় প্রধান উৎস
 - ২০১৫ সালে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ ১ লাখ ১৯ হাজার ৩৬৩.৬২ কোটি টাকা (বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রায় ৭.৮৩%)
 - ২০১৬ সালে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ ১ লাখ ৭ হাজার ২৯৪ কোটি টাকা
 - অভিবাসীদের বিনিয়োগ ও ফেরত আসাদের অর্জিত কারিগরি দক্ষতার প্রয়োগ
- অভিবাসী কর্মী - কাজের জন্য নিজেদের শহর বা দেশের বাইরে যায়; নিজের দেশের ভেতরে কাজের জন্য অন্য জায়গায় গেলে ‘অভ্যন্তরীণ’; নিজেদের দেশের বাইরে নির্দিষ্ট মেয়াদে কাজের জন্য গেলে ‘আন্তর্জাতিক’ অভিবাসী কর্মী
- বাংলাদেশ থেকে শ্রমের অভিবাসন শুরু ১৯ শতকের প্রথম দিক থেকে; মূলত চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও সিলেট থেকে ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজে খালাসি ও বাবুর্চি হিসেবে
- ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও পরবর্তীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ অভিবাসী শ্রমিকের চাহিদা সৃষ্টি, যার একটি বড় অংশ বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে মেটানো

- ১৯৭৬ সাল থেকে শ্রমের অভিবাসন শুরু; পরবর্তীতে অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি
- ১৯৯১ সালে প্রথমবারের মতো নারী অভিবাসন শুরু; গত ২৫ বছরে নারী অভিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি; ২০১৬ সালে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮৮ জন নারীর বিদেশে কর্মসংস্থান
- বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের প্রধান গন্তব্য (প্রায় ৭৯%) মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ; শীর্ষ গন্তব্য দেশ সৌদি আরব (প্রায় ২৭%), সংযুক্ত আরব আমিরাত (প্রায় ২৩%)
- বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের ৪৮.৯৫% স্বল্প-দক্ষ, ১৫.২০% আধা-দক্ষ, ৩২.৫১% দক্ষ, পেশাগত ২.১৮%, অন্যান্য ১.১৭%
- বৈধ প্রক্রিয়ায় শ্রম অভিবাসনের অধিকাংশ হয়ে থাকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও রিক্রুটিং এজেন্ট) যা মোট অভিবাসনের প্রায় ৯৯%
- বৈধ প্রক্রিয়ার বাইরে অবৈধভাবে শ্রমের অভিবাসন ও মানবপাচার বিদ্যমান -ইউএনএইচসিআর-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৪ সালে ৮৭,০০০ ও ২০১৫ সালের প্রথম ছয়মাসে ২৫ হাজারের বেশি বাংলাদেশী সমুদ্রপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করে; তবে এর সংখ্যা ও হার সম্পর্কে সঠিক তথ্যের ঘাটতি

- বিভিন্ন গবেষণা ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শ্রম অভিবাসন খাতে বিভিন্ন সমস্যা উদঘাটন; শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সেবা খাতে দুর্নীতির অভিযোগ
- বিভিন্ন গবেষণায় শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ; শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসনের অপরিাপ্ততা ঝুঁকিপূর্ণ অনিয়মিত অভিবাসন ও মানবপাচারকে উৎসাহিত করে
- অভিবাসনের ধরন, কারণ, অভিবাসন ব্যয় ও ব্যয়ের উৎস, রেমিট্যান্সের ব্যবহার, অভিবাসনের প্রভাব প্রভৃতির ওপর গবেষণা থাকলেও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন, অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও এর কারণ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি
- এ খাতে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির কর্মসংস্থান, রেমিট্যান্সের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বিবেচনায় বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ

বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা ও এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা;
- শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা;
- শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা;
- শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন ও কার্যকর জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা



১. বাংলাদেশ থেকে বৈধ আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন - কেবলমাত্র বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দেশের বাইরে কাজ নিয়ে যাওয়া
২. আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া - কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন থেকে শুরু করে বিদেশ যাওয়ার আগ পর্যন্ত কার্যক্রম, ভ্যালু চেইন (ব্যয়), এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়ম, এসব অনিয়মের কারণ
৩. শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সুশাসন কাঠামো পর্যালোচনা - সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি, সরকারি ও বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, ব্যবস্থাপনা ও সক্ষমতা

- গুণবাচক পদ্ধতি-নির্ভর গবেষণা
- প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস
 - মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার - সরকারি কর্মকর্তা (প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরা (বিএমইটি); দেশী ও বিদেশী রিক্রুটিং এজেন্ট, দালাল, রিক্রুটিং এজেন্টদের সংগঠন (বায়রা) ও উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের সংগঠন (গামকা) প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও গবেষক, গণমাধ্যম/সংবাদকর্মী
 - নিবিড় সাক্ষাৎকার - অভিবাসী কর্মী, অভিবাসন-প্রত্যাশী কর্মী
- পরোক্ষ তথ্যের উৎস
 - শ্রম অভিবাসন-সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন ও বিধি, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গবেষণা, প্রবন্ধ, সরকারি-বেসরকারি তথ্য ও দলিল, সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণ-মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ
- গবেষণার সময়
 - ২০১৬ সালের মে থেকে জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

- ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে গবেষণার খসড়া ফলাফল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে উপস্থাপন; তাদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ ও যাচাই
- বর্তমান গবেষণা জরিপ-নির্ভর নয় বলে প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয় বা সাধারণীকরণ সম্ভব নয়, তবে এ খাতে বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি দিক নির্দেশনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে

- সেবার বিকেন্দ্রীকরণ
 - ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে সরাসরি বহির্গমন ছাড়পত্র ও স্মার্ট কার্ড প্রদান
 - ঢাকার পাশাপাশি ৪২টি জেলায় নিবন্ধন এবং ২৫টি জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের ফিজার প্রিন্ট কার্যক্রম শুরু
 - ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে প্রবাসী কর্মীর পরিবার ও স্বজনদের জন্য বিএমইটি'র বহির্গমন শাখা হতে 'জয়েনিং রিলেটিভ' হিসেবে অনাপত্তিপত্র প্রদান;
 - অসুস্থ, মৃত কর্মী ও তাদের পরিবারের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর হতে অ্যান্ডুলেন্স সার্ভিস
- সরকারের কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে সৌদি আরব ও মালয়েশিয়ায় সম্প্রতি নতুন করে শ্রম অভিবাসন শুরু
- বিএমইটি'র ওয়েবসাইটে ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে অনলাইন ভিসা যাচাইয়ের সুবিধা - বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা নিজেদের ভিসা যাচাই করতে পারে; বর্তমানে বাহরাইন, আরব আমিরাত, কাতার ও সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে
- অভিবাসনের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদান
- প্রবাসী নারীকর্মী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু
- অভিযোগ দাখিলের জন্য – পৃথক হটলাইন ও নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট চালু
- ৪১ টি উপজেলায় নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে ও অন্যান্য কেন্দ্রের সক্ষমতা বাড়ানো

- বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতি
 - বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩
 - মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২
 - বহির্গমন বিধিমালা, ২০০২
 - ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২
 - রিক্রুটিং এজেন্সী লাইসেন্স ও আচরণ বিধিমালা, ২০০২
 - অভিবাসী বাংলাদেশীদের রেমিটেন্সের জন্য বিশেষ সুবিধা নীতি ২০০৮
 - বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য মেডিকেল পরীক্ষার নীতি ২০০৮
 - বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) (অনিবাসী বাংলাদেশী) নীতি ২০১৫
 - প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬
- বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও অনুসমর্থিত শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত বৈশ্বিক সনদ/ দলিল
 - অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ ১৯৯০

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩: আইনি ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা

- শ্রম অভিবাসন খাতে সক্রিয় ‘দালাল’দের কার্যক্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি
- আইনের অনেক ধারা নির্দেশনামূলক, বাধ্যতামূলক নয় (যেমন অভিযোগ উত্থাপন, কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণ আদায়)
- ব্যক্তিগত উদ্যোগে অভিবাসনকে আইনের আওতায় আনা হয় নি
- মোবাইল কোর্টে বিচার করার ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানে এখতিয়ার সংক্রান্ত অস্পষ্টতা; ফলে আইনের প্রয়োগ ব্যাহত হয়
- রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীর ক্ষতিপূরণের কথা বলা হলেও এর বাধ্যবাধকতা রাখা হয় নি; ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ বাস্তবসম্মত নয়
- ডেটাবেইজ থেকে কর্মী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া বাস্তবসম্মত নয়

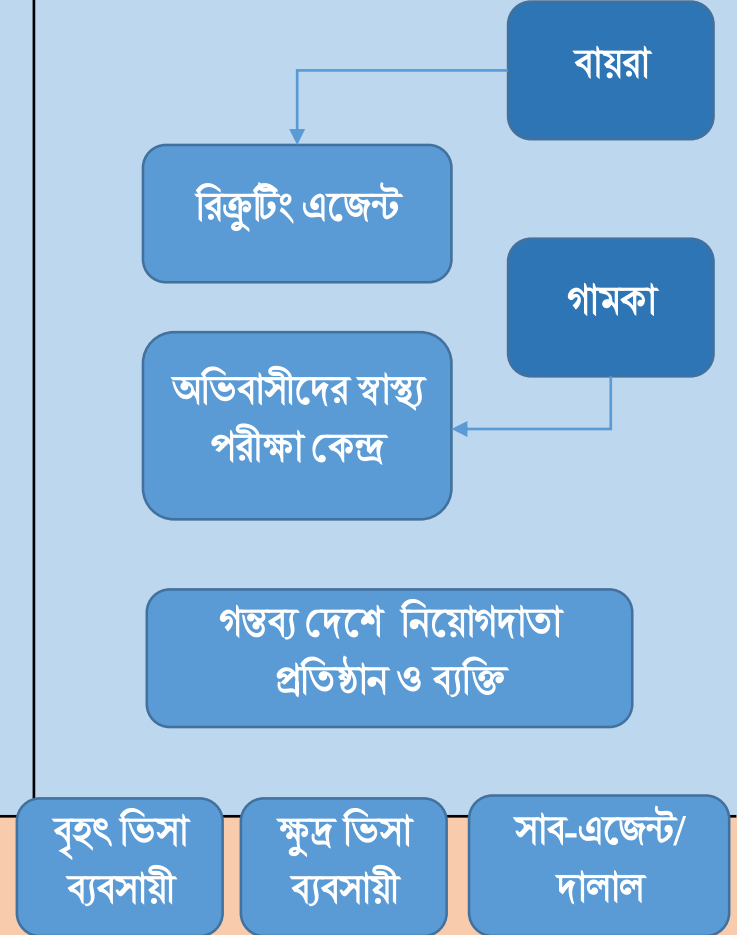
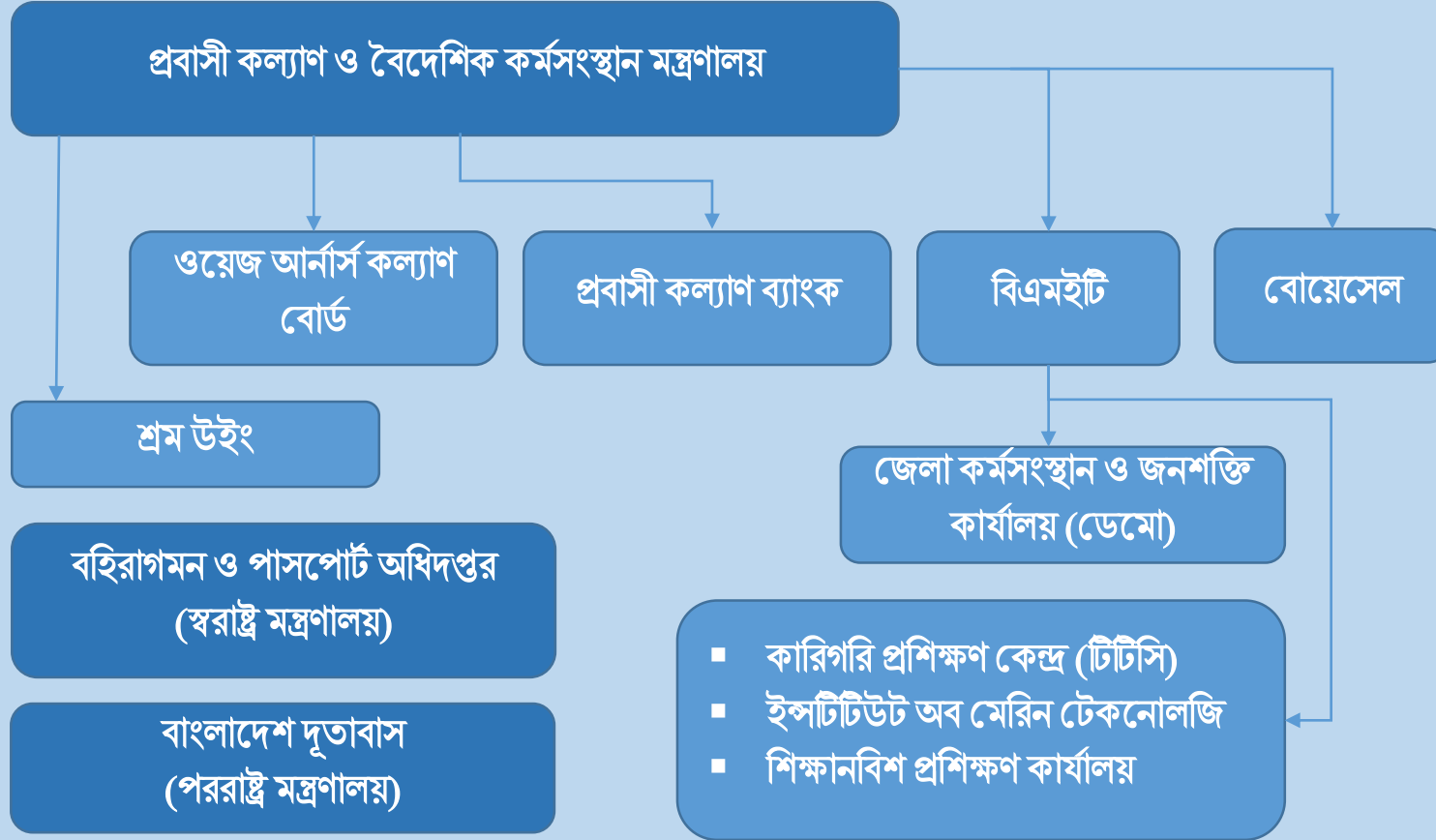


বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত কাঠামো

সরকারি প্রতিষ্ঠান

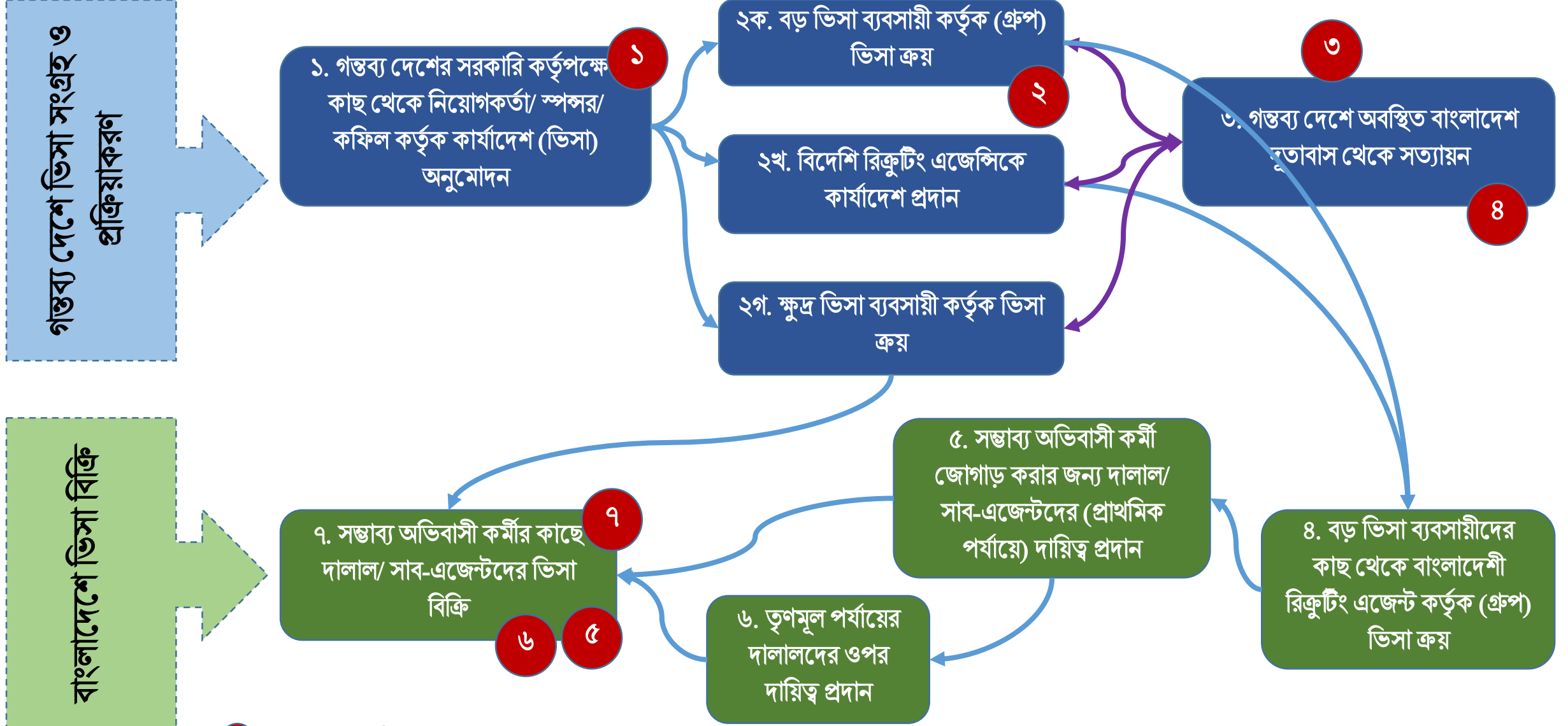
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ সংগঠন

আনুষ্ঠানিক কাঠামো



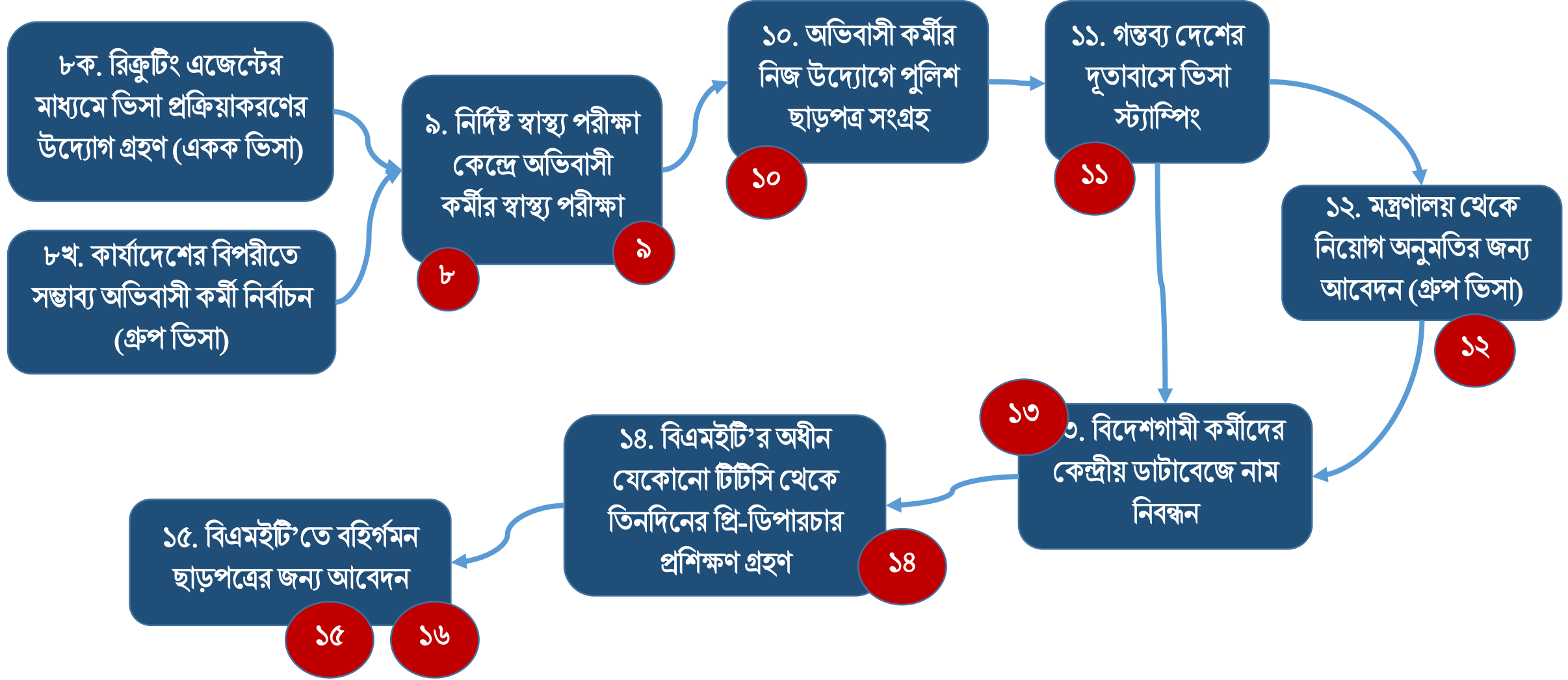
অনানুষ্ঠানিক কাঠামো

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া: ভিসা সংগ্রহ



* অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটনের পর্যায়

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া: ভিসা প্রক্রিয়াকরণ



* অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটনের পর্যায়

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়ম

ভিসা সংগ্রহ

১. গন্তব্য দেশে নিয়োগদাতাদের পক্ষ থেকে / তাদের অজ্ঞাতসারে অবৈধভাবে ভিসা বিক্রি; অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কর্মীর চাহিদাপত্র তৈরি ও বিক্রি
২. গন্তব্য দেশ থেকে ভিসা কেনার জন্য অর্থ হস্তির মাধ্যমে [বাংলাদেশ থেকে পাচার](#)

ভিসা সত্যায়ন

৩. গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে চাহিদাপত্র অনুযায়ী নিয়োগদাতা সম্পর্কে তথ্য যাচাই না করেই সত্যায়নের অভিযোগ
৪. গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে অবৈধভাবে অর্থের বিনিময়ে চাহিদাপত্র সত্যায়নের অভিযোগ

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়ম

কর্মীর কাছে ভিসা বিক্রি

৫. অভিবাসী কর্মীর কাছে দালালদের ভিসা বিক্রি - বিদেশে চাকরি সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানা; চুক্তিপত্র হাতে দেয়িতো পাওয়া বা না পাওয়া
৬. অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে ভিসার জন্য অতিরিক্ত মূল্য আদায়
৭. বিনামূল্যে হওয়ার কথা থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালালদের ১০-১৫ হাজার টাকা আদায়

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

৮. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুস্থ ব্যক্তিকে আনফিট ঘোষণা করা; পরবর্তীতে টাকার বিনিময়ে ‘ফিট’ বলে সনদ দেওয়া
৯. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সব পরীক্ষা না করেই ‘ফিট’ হিসেবে সনদ দেওয়া

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়ম

ভিসা প্রক্রিয়াকরণ

১০. পুলিশি ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ
১১. কোনো কোনো গন্তব্য দেশের ভিসা স্ট্যাম্পিংয়ের ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় ও হয়রানির অভিযোগ
১২. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে গ্রুপ ভিসার নিয়োগ-অনুমতির জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
১৩. ডেটাবেজ থেকে নিবন্ধিত কর্মী বাছাই না করে রিক্রুটিং এজেন্টের নিজস্ব নেটওয়ার্কের (দালাল) মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ
১৪. টিটিসি থেকে নির্ধারিত প্রি-ডিপারচার প্রশিক্ষণ না নিয়েও অর্থের বিনিময়ে সনদ সংগ্রহের অভিযোগ
১৫. বিএমইটি হতে ছাড়পত্র নেওয়ার সময় ভিসা-প্রতি নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়
১৬. মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে পেশাগত ভিসায় স্বল্প-দক্ষ বা আধা-দক্ষ কর্মীর জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র দেওয়া

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ

- **আইনি ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা** - কিছু ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা - কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত নির্দেশনা নেই
- **প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি**
 - বাজেট (টিটিসি, গন্তব্য দেশে শ্রম উইং)
 - জনবল (বিএমইটি, টিটিসি, শ্রম উইং)
 - শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত অধিকাংশ কার্যক্রম ঢাকা কেন্দ্রিক- ভিসা প্রক্রিয়াকরণ, রিক্রুটিং এজেন্টদের কার্যক্রম
- **বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি**
 - একাধিকবার বায়োমেট্রিক আইডেন্টিটি, তথা আঙ্গুলের ছাপ ও ছবি দেওয়া (জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিএমইটি ডেটাবেজ)
 - দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি উভয়ের কাছে আবেদন করা
- **নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ঘাটতি** - গন্তব্য দেশে ভিসা কেনা-বেচা, গন্তব্য দেশে কর্মসংস্থানের বৈধতা যাচাই, বাংলাদেশে অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ

■ জটিল ও দীর্ঘ অভিবাসন প্রক্রিয়া

- বিএমইটি হতে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রাপ্তি প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে এজেন্সি-নির্ভর - স্বল্প দক্ষ ও আধা-দক্ষ অভিবাসী কর্মীদের ব্যক্তিগতভাবে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য আবেদনের সুযোগ নেই
- কার্যকর ওয়ান স্টপ সেবা নেই - মন্ত্রণালয়ের অনুমতির জন্য নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ আছে এবং এই লেনদেনের ওপর অনুমোদনের দীর্ঘসূত্রতা নির্ভরশীল

■ অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীলতা

- দালাল-নির্ভর সেবা
 - সরকারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে অভিবাসী কর্মীর সরাসরি যোগাযোগ প্রায় অনুপস্থিত
 - তৃণমূল পর্যায়ে শুধুমাত্র দালালদের উপস্থিতি
 - দালালদের মাধ্যমে কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের সুযোগ
- সকল দেশের জন্য সরকারিভাবে ভিসার মূল্য নির্ধারিত না থাকার ফলে ভিসা/ অভিবাসনের প্রকৃত ব্যয় সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণের ঘাটতি

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ

■ ভিসার অতিরিক্ত চাহিদা

- সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী যেকোনো মূল্যে ভিসা ক্রয়ে আগ্রহী
- ভিসা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভিসা ব্যবসায়ীদের অসাধু প্রতিযোগিতা এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবণতা; অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ভিসার মূল্য বেশি

■ অভিবাসী কর্মীর শিক্ষা, দক্ষতা ও সচেতনতার ঘাটতি

- সামাজিক যোগাযোগের কারণে দালালদের ওপর আস্থা ও নির্ভরতা
- অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দালালদের ওপর নির্ভরতা
- অভিবাসন প্রক্রিয়ার সকল কাজের জন্য দালালদের ওপর নির্ভরতা

■ তথ্য সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রকাশে ঘাটতি
- শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রকাশে ঘাটতি

সুশাসনের মানদণ্ডে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ

নির্দেশক	উপ-নির্দেশক	সমস্যা
স্বচ্ছতা	■ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা ■ অভিবাসন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যের প্রকাশ	■ অভিবাসন সম্পর্কে (ব্যয়, শর্ত, প্রক্রিয়া) প্রয়োজনীয় তথ্য সহজলভ্য নয় ■ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য সহজবোধ্যভাবে প্রকাশিত নয় ■ অভিবাসনের প্রকৃত ব্যয়ের দালিলিক প্রমাণ থাকে না
জবাবদিহিতা	■ শ্রম অভিবাসন কার্যক্রমের শক্তিশালী তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ■ অভিবাসন ব্যস্থাপনায় কাজের বিভাজন ■ সব অংশীজনের জবাবদিহিতা	■ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ঘাটতি ■ একাধিক প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের কাজ সম্পাদন ■ সব অংশীজনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	■ অভিবাসন ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষম ও কার্যকর কাঠামো ■ মসৃণ ও দ্রুত অভিবাসন প্রক্রিয়া ■ শ্রম অভিবাসনের স্বল্প ব্যয়	■ জড়িত অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি ■ জটিল, দীর্ঘ প্রক্রিয়া ■ অনানুষ্ঠানিক ব্যক্তি-নির্ভর প্রক্রিয়া ■ উচ্চ ব্যয়-সম্পন্ন প্রক্রিয়া
আইনের শাসন	■ প্রয়োজনীয় আইনি ও নীতি কাঠামো ■ আইনের সুষ্ঠু ও ন্যায্য প্রয়োগ	■ আইনি সীমাবদ্ধতা ■ আইনের প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা ■ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান ■ ন্যায্য ও সঠিক ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা যায় না

একনজরে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সমস্যার কারণ-ফলাফল-প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
■ আইনি ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা ■ জটিল ও দীর্ঘ অভিবাসন প্রক্রিয়া ■ প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি - অর্থ, জনবল ■ বিকেন্দ্রীকরণ, বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ঘাটতি ■ অভিবাসী কর্মীর চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি ■ অভিবাসী কর্মীর শিক্ষা, দক্ষতা ও সচেতনতার ঘাটতি ■ তথ্য সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ■ প্রকৃত ব্যয় সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণের ঘাটতি	■ অবৈধভাবে ভিসা বিক্রি ■ ভিসা কেনার জন্য অবৈধভাবে অর্থ পাচার ■ নিয়োগদাতার তথ্য যাচাই না করে ও অর্থের বিনিময়ে সত্যায়ন ■ অভিবাসী কর্মীদের উচ্চমূল্যে ভিসা ক্রয় ■ অভিবাসী শ্রমিকের ওপর উচ্চ অভিবাসন ব্যয়ভার ■ দালাল-নির্ভর ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ■ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে (চাহিদাপত্র সত্যায়ন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুলিশি ছাড়পত্র, ভিসা স্ট্যাম্পিং, নিয়োগ-অনুমতি, বহির্গমন ছাড়পত্র) অবৈধভাবে অর্থ আদায় ■ প্রাপ্য ও প্রকৃত ক্ষতিপূরণ না পাওয়া	■ প্রত্যাশিত পর্যায়ে অভিবাসন ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিপূর্ণ সুফল না পাওয়া ■ প্রতারিত, বঞ্চিত ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি ■ অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি ■ বিদেশে অবৈধ হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি

- আইনি কাঠামোতে কিছু ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ও প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান
- শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি
- তথ্যের উন্মুক্ততার ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান - কর্ম পরিবেশ, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তথ্য, ভিসার মূল্য/ অভিবাসন ব্যয়ের খাত
- উচ্চ অভিবাসন ব্যয়ভার - অনিয়ন্ত্রিত ভিসা বাণিজ্য - প্রত্যাশিত পর্যায়ে অভিবাসনের সুফল না পাওয়া
- বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া
 - দীর্ঘ, জটিল, অনিশ্চিত, প্রায় ঢাকা-কেন্দ্রিক
 - অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তি ও প্রক্রিয়া নির্ভর- প্রতারিত ও বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি
 - প্রাপ্য ও প্রকৃত ক্ষতিপূরণ না পাওয়া
- শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান
 - ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ
 - কাজের জন্য অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি
 - বিদেশে অবৈধ হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি

১. ‘বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩’-এর নিম্নলিখিত সংস্কার করতে হবে:
 - কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোকে বাধ্যতামূলক করতে হবে
 - “অন্য যেকোনো আইনে যা-ই থাকুক না কেন, শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইন অগ্রাধিকার পাবে” এমন ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
২. ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত একক ভিসার জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে বিএমইটি কর্তৃক ওয়ান স্টপ সেবা কার্যকর করতে হবে
৩. বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশে বেশি কর্মী যায় সেসব দেশে কর্মসংস্থান তদারকির ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম উইং-এর সক্ষমতা (বাজেট, জনবল) ও দক্ষতা বাড়াতে হবে
৪. দালালদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য তাদেরকে রিক্রুটিং এজেন্টদের সাব-এজেন্ট বা নিবন্ধিত প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করতে হবে
৫. সরকারি নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের ন্যূনতম পাঁচগুণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে

৬. দলীয় ভিসা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নেওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে
৭. অভিবাসী কর্মীর ছবি ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময়ে কার্যকর সমন্বয় করতে হবে
৮. সকল গন্তব্য দেশের ভিসা অনলাইন চেকিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সরকারের কূটনৈতিক পদক্ষেপ জোরদার করতে হবে
৯. সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য
 - শ্রম অভিবাসনের বিভিন্ন বিষয় যেমন বিদেশে কাজের ধরন, সরকার-নির্ধারিত অভিবাসনের ব্যয়, অভিবাসনের বৈধ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সহজলভ্য করতে হবে;
 - তৃণমূল পর্যায়ে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা (রেডিও, টেলিভিশনে সম্প্রচার, তথ্যমেলা, পথ নাটক) বাড়াতে হবে;
 - মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বোয়েসেল ও বায়রার ওয়েবসাইটে অভিবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন তথ্য (যেমন বিদেশে কাজের ধরন, সরকার-নির্ধারিত অভিবাসনের ব্যয়, অভিবাসনের বৈধ প্রক্রিয়া) সহজভাবে পরিবেশন করতে হবে

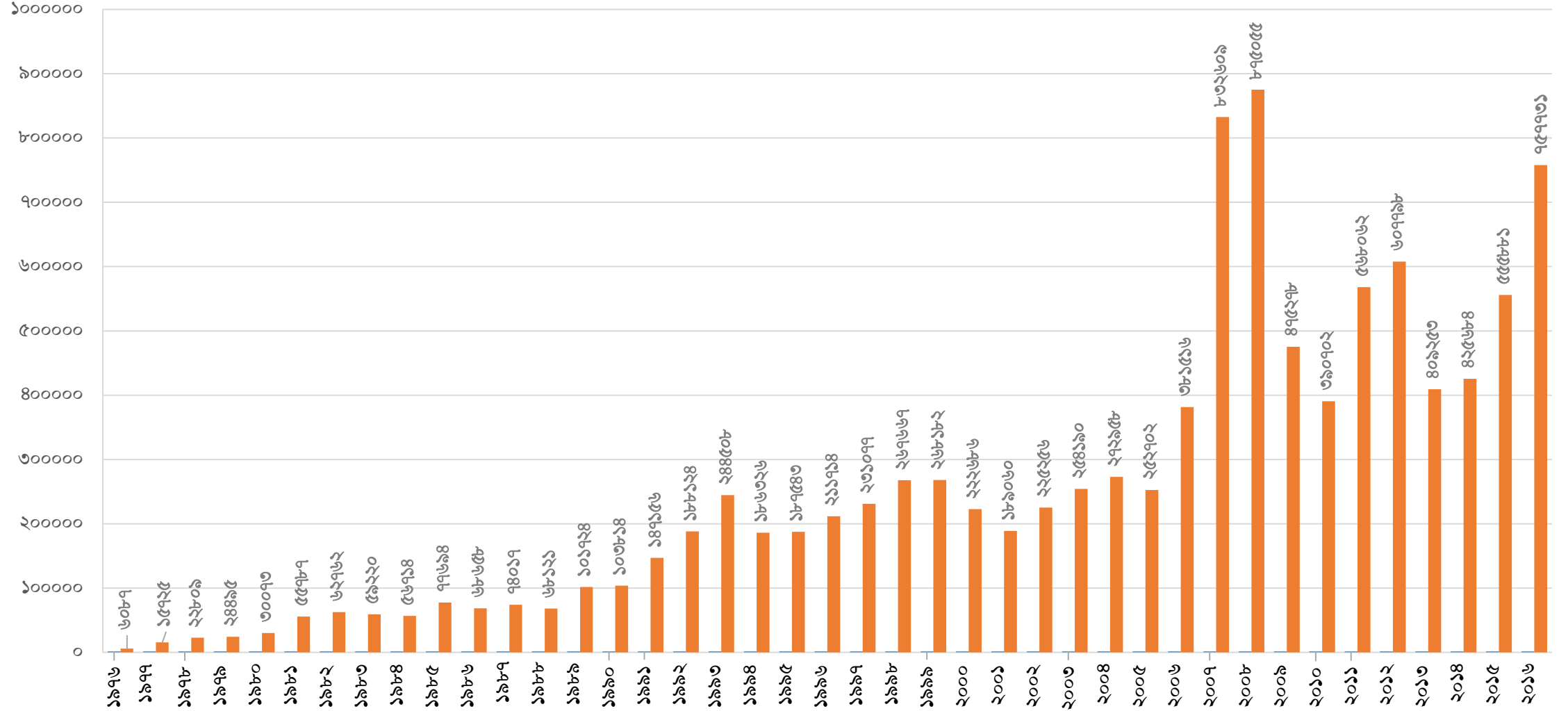


ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধন্যবাদ

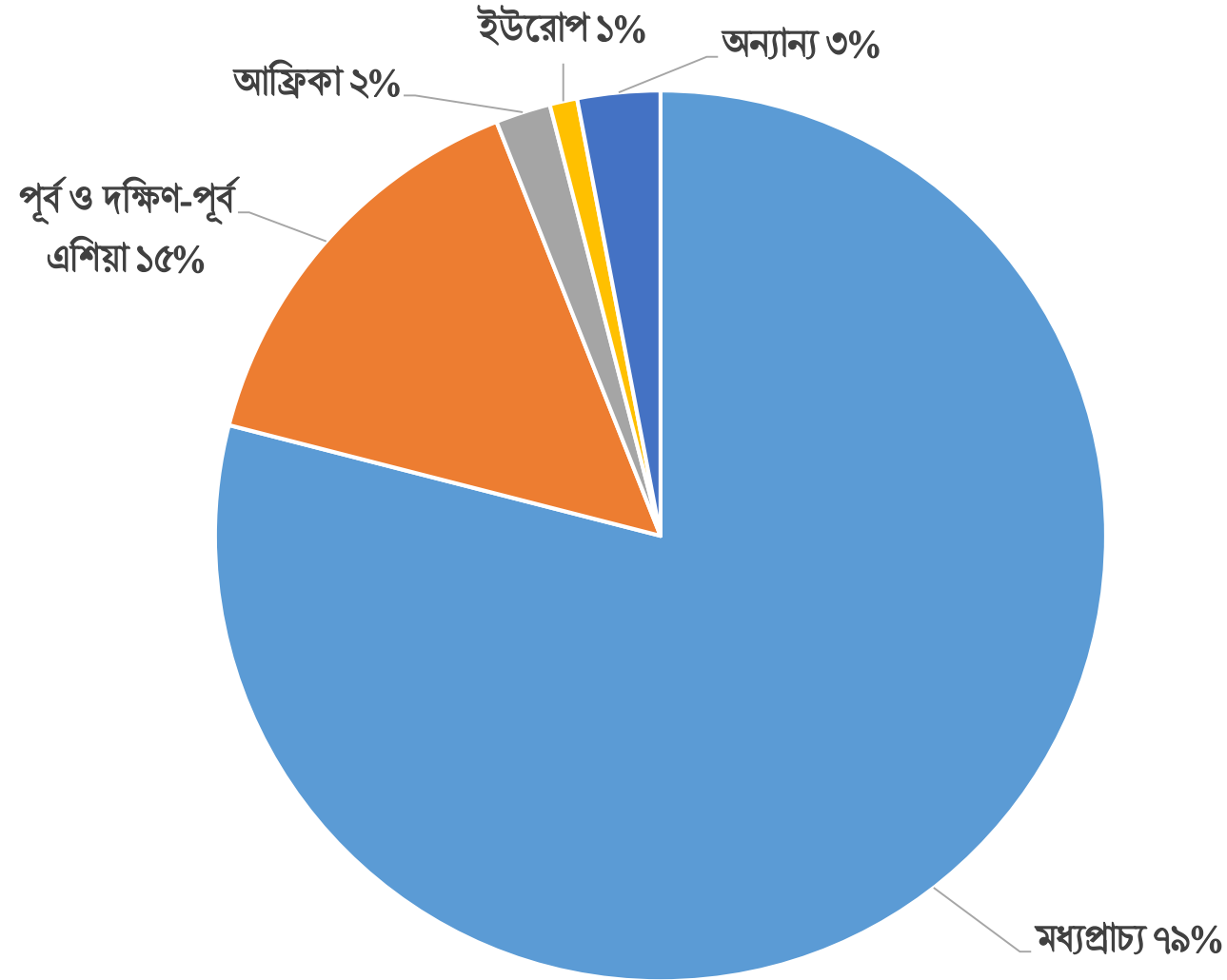


বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন (১৯৭৬ – ২০১৬)





বাংলাদেশ থেকে অঞ্চলভিত্তিক শ্রম অভিবাসনের হার (১৯৭৬ - ২০১৬)





দেশভেদে ভিসা বাণিজ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিসার মূল্য (লক্ষ টাকা)-২০১৬

দেশের নাম	১. নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান	২. বিদেশি রিক্রুটিং এজেন্সি	৩. বৃহৎ ভিসা ব্যবসায়ী	৪. ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী **	৫. বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সি	৬. দালাল (বিভাগীয় পর্যায়)	৭. দালাল (তৃণমূল পর্যায়)
সৌদি আরব	১.২ – ২.৮	১.৫ – ৩.২	২.০ – ৩.৭	১.২ – ২.৮	৪.০ – ৫.৫	৪.৫ – ৬.৫	৫.০ – ১২*
বাহরাইন	০.৭ – ০.৮	১.০ – ১.৩	১.২ – ১.৫	০.৭ – ০.৮	১.৭ – ২.০	২.০ – ২.৩	২.৫ – ৩.৫
ওমান	০.৭ – ০.৮	১.০ – ১.৩	১.২ – ১.৫	০.৭ – ০.৮	১.৭ – ২.০	২.০ – ২.৩	২.৫ – ৩.৫
কাতার	১.২ – ১.৫	১.৫ – ১.৭	১.৭ – ২.০	১.২ – ১.৫	২.২ – ৩.০	২.৫ – ৩.০	৩.৫ – ৫.০
আরব আমিরাত	১.০ – ১.৫	১.৩ – ১.৮	১.৫ – ১.৮	১.০ – ১.৫	২.৫ – ৩.৫	২.৮ – ৪.০	২.৫ – ৮.০
মালয়েশিয়া	১.০ – ১.৪	১.২ – ১.৫	১.৫ – ২.০	১.০ – ১.৪	২.৫ – ৩.০	৩.৫ – ৫.০	৩.৫ – ৬.৫
সিঙ্গাপুর	২.৫ – ৩.০	২.৮ – ৩.৮	৩.৫ – ৪.৫	২.৫ – ৩.০	৫.০ – ৬.০	৫.৫ – ৬.৫	৬.০ – ৮.০

* ২০১৬ এর নভেম্বর থেকে সৌদি আরবে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রম অভিবাসন আবার শুরু হওয়ায় ভিসার মূল্য কমেছে

** ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়োগদাতার কাছ থেকে ভিসা ক্রয় করে এবং অভিবাসী শ্রমিকের কাছে বিক্রি করে

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের চিত্র (২০১৬)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ	নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের খাত	২০১৬ সালে ভিসার সংখ্যা	ভিসা প্রতি আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
১	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে অনুমোদন	৬১,১২২	১৩,০০০ – ১৫,০০০
২	বিএমইটি	বহির্গমন ছাড়পত্রের অনুমোদন	৭,৫৭,৭৩১	১০০ – ২০০
৩	থানা পুলিশ	পুলিশ ছাড়পত্র	৭,৫৭,৭৩১	৫০০ – ১,০০০
দেশভিত্তিক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়				
৪	বিএমইটি	মালয়েশিয়ায় পেশাগত ভিসায় অদক্ষ বা আধাদক্ষ কর্মীর জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র	৪০,১২৬	৫,০০০ – ১৫,০০০

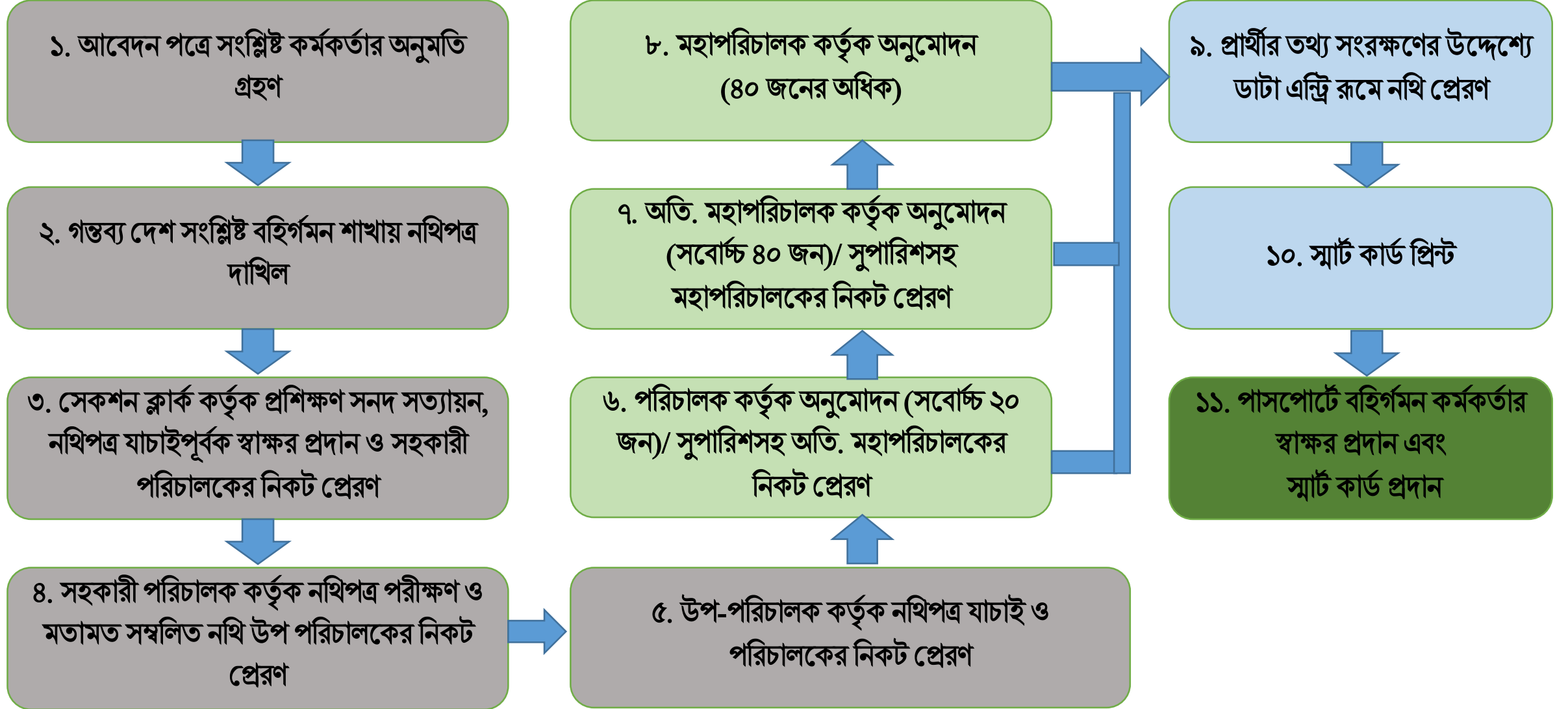


ভিসা কেনা বাবদ অর্থ পাচারের প্রাক্কলিত পরিমাণ (২০১৬)

ক্রম	দেশের নাম	পুরুষ অভিবাসীর সংখ্যা	ভিসার ন্যূনতম ক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকা)	অভিবাসী কর্মীর নিকট ভিসার ন্যূনতম বিক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকা)	গন্তব্য দেশে ভিসার প্রাক্কলিত মোট ক্রয়মূল্য / পাচারের পরিমাণ (কোটি টাকা)	অভিবাসী কর্মীর নিকট ভিসার প্রাক্কলিত মোট বিক্রয়মূল্য** (কোটি টাকা)
১	সৌদি আরব	৭৫,৬২৭	১.২	৫.০	৮১৭	৩,৪০৩
২	বাহরাইন	৭২,০৮৮	০.৭	২.৫	৪৫৪	১,৬২২
৩	ওমান	১,৭৫,৩৫০	০.৭	২.৫	১,১০৫	৩,৯৪৫
৪	কাতার	১,১৫,০০১	১.২	৩.৫	১,২৪২	৩,৬২৩
৫	আরব আমিরাতে	২,৯৮০	১.০	২.৫	২৭	৬৭
৬	মালয়েশিয়া	৪০,০৯৭	১.০	৩.৫	৩৬১	১,২৬৩
৭	সিঙ্গাপুর	৫৪,৬২৬	২.৫	৬.০	১,২২৯	২,৯৫০
				সর্বমোট	৫,২৩৪	১৬,৮৭৩



বিএমইটি হতে বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণ প্রক্রিয়া





বিভিন্ন দেশের কর্মীদের জন্য সৌদি ভিসার ক্রয়মূল্য

কর্মী প্রেরণকারী দেশ	ভিসার ক্রয়মূল্য (সৌদি রিয়াল)
ফিলিপাইন	বিনামূল্যে (টিকেটসহ অতিরিক্ত ৩৭৫০ রিয়াল কর্মীকে প্রদান করা হয়)
নেপাল	৫০০ - ৮০০
ভারত	১০০০ - ১৫০০
পাকিস্তান	৩০০০ - ৫০০০
বাংলাদেশ	৭০০০ - ১৫,০০০



সৌদি আরবে শ্রম অভিবাসন ব্যয়ের বিশ্লেষণ

